ভেরোনিকার রুমাল

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ

কোন পাতায় কী

পানপাত্রে ছবি ৯
পুনর্ভবা ১০
অগ্নিষ্টোম ১১
মানুষের মৃত্যু হ'লে ১২
মধ্যবর্তিনী ১৩
ইছামতি ১৪
মণিহারা ১৫
পর্যুদস্ত রোদের দুপুরে ১৬
তোমার জন্যে এই যুদ্ধ ১৭
ঝুলন্ত উদ্যান ১৮
ভোরের মন্দির ২৫
ঘুমের জন্যে কৈফিয়ত ২৬
কন্যকায় ২৭
ইয়ে ক্যা জা'গে হ্যায় দোস্ত? ২৮
ভোর হ'ল ২৯
ভোরাই ৩০
শিল্পায়ন ৩১
অব্যক্তি ৩২
ষট্‌পদী ৩৩
ফের্‌হ্বাইলে ডখ্‌! ৩৪
অপেক্ষা ৩৫
সালতামামি ৩৬
মাইন কাম্‌ফ্‌ ৩৭
বর্ণনাতীত ৩৮
রুদ্ধশ্বাস ৩৯
ভয় ৪০
কোতল ৪১
ছবি ৪২
নীল ৪৩
নিরঞ্জনের রুম্মা ৪৪
জেলে ৪৫
অগস্ত্যবার ৪৬
বাদামমাছি ৪৭
সন্ধ্যা ৪৮
গেরাহ্যি ৪৯
তোমরা হাসছ? ৫০
মুশকিল তো! ৫১
আনহেরয়িক কাপলেটস ৫২
ডিউটি অ্যান্ড দ্য প্রিস্ট ৫৬
ওহি ৫৭
ঊষাসূক্ত ৫৮

করো করো নিবারণ, ওগো দৌবারিক,
লালফিতায় ঢেকে ফ্যালো প্রধান ফটক,
পশিতে চাহি না আমি আমার ফাটকে
দেহের কুকুরটিকে-ছাড়া ।

জিফরান খালেদ-কে
মঁ সঁব্লব্লু, মঁ ফ্রের্

পানপাত্রে ছবি

আমি তো জেনেছি ভয়— যত ভয় গেথ্সিমানি বাগানবাড়িতে
জানে নি মনুষ্যপুত্র; যত ভয় বীভৎসায় ক'রে ফেলতে পারে
স্নায়ুকে অবশ, এত, যে তোমার মনে হবে এমন মোহন
আলোহিম কামনায় কাঁপে নি বাসরঘরে নবপরিণীতা :
তাছাড়া তিনলোকে কার চেহারা হাসিন আরও শয়তানের চেয়ে?
সে আমার সাথে-সাথে, যেন ছায়া, সে আমার অসীম আপন,
আমার হৃৎপিণ্ডে তার আত্মার আশংসা বাজে— ঠিক যেরকম
জীবনে একবার কোনো নারীর হৃদয় উঠে এসেছিল স্তনে
নরম তন্দ্রার মতো; যেরকম আধাক্রোশ কাদাভরা পথ
ভেঙে আমি পৌঁছে গেছি বৌবাজার ঘাটে আর সামনে ইছামতি
লহমায় একটা মোটা ঘায়েল ড্রাগন হ'য়ে মোচড়াতে-মোচড়াতে
আকাশ ঘুলিয়ে ফেলল আলোর ধুলায়— আমি কী ভেবেছি, জানো?
আমি কি ভেবেছি তুমি এরকম শুয়ে থাকবে আমার কবরে?
আমি কি জেনেছি ভয় তোমাকে এতটা ম্লান ক'রে দিতে পারে?

১১-সেপ্টেম্বর-১০

পুনর্ভবা

এখন রেশম-ঘুমে ন'ড়ে উঠলে তুমি,
মায়াকাড়া চোখ মেলছে চব্বিশ তারিখ,
জেগে উঠছে রাঙা সমভূমি
কুয়াশায়, জাগছে প্রাত্যহিক
বুটিবুজি; গলিঘুঁজি আর রেস্তোরাঁয়
টুংটুং টুংটুং বেজে উঠেছে ভোরাই;
তুমি ন'ড়ে উঠলে, অমনি, নারী,
রক্তস্নান করল ফেব্রুয়ারি!

হঠাৎ রঙিন কান্না দিগন্ত কাঁপাল—
যুবতি কি? কিশোরী? বালিকা?
নাকি মাংস-হ'য়ে-যাওয়া শিখা?
নাকি রঙ-বদ্‌লে-বদ্‌লে-যাওয়া স্ট্রোব আলো?
নাকি মরু-মুড়ে-ফেলা মঞ্জু মুঞ্জঘাস,
কাচের-সিলিং-ভেঙে-নামা কবুতর?
মা আমার, কন্যা, বধূ, ও স্বতঃপ্রকাশ,
এ কী লাল অধিষ্ঠান তোর!

'স্বতঃপ্রকাশ' শব্দটার ঋণ সাজ্জাদ শরিফের কাছে।

২৪-ফেব্রুয়ারি-১০

অগ্নিষ্টোম

ওগো অগ্নি, আধো-উদ্গম, কালো বাতাসে মেশে রক্তের
অভিসম্পাত; কাঁপে রংহে ভুখা জঙ্ঘা, ভাসে বন্যায়
ক্ষীণ প্রতিরোধ; অভিমন্যু, করো ব্যূহভেদ! যদি জাগলই
গূঢ় জাগরণ, যদি ভাঙলই অহিনিদ্রা, তুমি সামনে
কেন আনবে অনুকম্পা, ওগো সংবিৎ, ও অপেক্ষা,
দু'টি চক্ষুর মাঝে চিৎকার! নাকি সংজ্ঞার হলকর্ষণ?
নাকি নির্জ্ঞান? ওঠো, অগ্নি, শুভরাত্রি, শুভজন্ম!

১২-অগাস্ট-১০

মানুষের মৃত্যু হ'লে

জানি যে অন্যায় খুবই তোমাকে এসব বলা আজ
হাজার বছর যদি কেটে গেছে অন্ধ প্রশ্নহীন,
আর আজকেই সূর্য যদি উঠতে চাইল পশ্চিম সমুদ্রে
কী কাজে সাজাই এত আইসবার্গ দিগন্তরেখায়?
নোতুন উত্তাপ কোনো সহ্য করে না কি এই ত্বক্?

বড় দেরি হ'য়ে গেল সময়ের বা অসময়ের ।
অন্ততঃ টিনের থালাটিকে যদি বাঁচাতে পারতাম
কবর-কীটের সাদা দাঁত থেকে, যদি সে-হত্যার
কোনোএকটা আখেরি নিশান থাকত তোমার স্মৃতিতে,
একটা শুকনা লেবুফুল, ছুঁড়ে ফেললে তবু যে পড়ে না
কোলাপুরি চপ্পলের তলে— আর রাশিফল থেকে
একটা অজানা রাশি কম পড়ে শুধু গণনায়
সামনে থেকে পিছে থেকে, উপরে বা নীচে থেকে, তুমি
যেদিক্ থেকেই গোনো— মালকোষের বিবাদী পঞ্চম—

এসবই সাব্যস্ত করতে পারত আমাদের সাক্ষাৎকারে
কেমন আলাপ থেকে ওঠা যেত কেমন খেয়ালে;
কোথা থেকে, দ্যাখো দিকি, আলটপকা টপ্পার গাধা চ'ড়ে
আমি একলা ব'সে থাকছি আর ভিক্ষা মাগছি ভিক্ষুকের,
একলাএকলি ব'লে যাচ্ছি যে-প্রসঙ্গে তোমার জানবার
জানাবার বাকি থাকলে হাজার বছর আগে থাকত

যখন বরেন্দ্র থেকে ডবাকের জলায় জঙ্গলে
পানসি এসে ভিড়েছিল— পালে একটা আঁকা বাঁকা-চাঁদ—
মুখ-ঢাকা দেবী, পাড়ে, পাটাতনে মেরি ম্যাগডালিন
ঈশ্বর-বিক্ষত যোনি ঢাকছে ভেরোনিকার রুমালে...

২১-জুন-১০

মধ্যবর্তিনী

ও দ্বিধা, কুমারী মাতা, তুমি কাঁচাবাঁশের সাঁকোর
উপরে ভয়ের দোলনা দুলে-দুলে হাওয়ার চাকুর

পাড় খেয়ে-খেয়ে গেলে, দু'পায়ের মধ্যে সন্ধিকাল
গলগলিয়ে বইল, ও কি কাকচক্ষু মৈনটের খাল?

তুমি কোন্ পারে যাবে? কেন যাবে? কীভাবে-বা যাবে?
বাঁ-পা আর ডান-পা'কে কোন্ দিকে বাড়াবে? গোসাপের,

গিরগিটির অনুদার ক্ষুধার ফিতায় মাপা বুকে
ক্বচিৎ ঢুকল কি দুধ? বেরুল কি? চাঁদের চাবুকে

মোমের ক'এক ফোঁটা ঝরল নাকি সাদা নয়তো লাল?
কোথাও জানল কি কেউ? বা এমনকি মৈনটের খাল?

১২-অগাস্ট-১০

ইছামতি

নদীজল, নিরবধিজল, অমিতপ্রতিভাধারা, বিশুদ্ধ নির্জ্ঞান, অবিচলগতি, অনর্গল প্রসাদনিষেক, প্রতিপলে শুরু, চলমান শুরুয়াত । আমি এক অঞ্জলি নিলাম, তরল হৃদয় নিত্যনৃত্যপরতার : এ কী দেখি! এ কী জানি! এ কী তূর্ণ আনন্দকল্যাণ ধমনিতে! আমার মুঠোয় এ কী স্রোত! মুঠি থাকে, চলে জল ছলচ্ছল, মাটি আর নদী— এ কী সাম্যে বাঁধা! কে বেঁধেছে এই গতি আর এই স্থিতি! কে বেঁধেছে তোমাকে আমার হাতে, নদী, বা আমাকে তোমার ডানায়, নদী! যেন স্বপ্ন আর ঘুম— যেন দেহ আর প্রাণ— যেন বাঁশি আর কান— এক দিব্য অন্ধ অজানায়...

২৫-সেপ্টেম্বর-১০

মণিহারা

হারামণি, কোথায় মিলালে?
মাংসপেশীর ভাঁজে-ভাঁজে
বাদামি রঙের চাবি ঘোরে—
আমি খুলে যাই মণিহারা ।

হারামণি, কোথায় মিলালে?
এ তরল-মাটিতে সাঁতার,
না কঠিন জলে নিমজ্জন?
চুপসে যায় শরীর, শরীরে ।

হারামণি, কোথায় মিলালে?
আমি জেগে পড়ব কি এখন,
না ঘুমিয়ে উঠব? লাল বালি
অতীতের থেকে ঝ'রে পড়ে ।

মুখপানে অমার ওলান,
গর্ভের গভীরে চাওয়া-চোখ,
শত গাঁইতি চলে শতধারে—
হারামণি, কোথায় মিলালে?

আমি খুলে যাই মণিহারা ।

০৪-মে-১০

পর্যুদস্ত রোদের দুপুরে

রাত্রি, নামো, ঘুম—
আমি খাবনামা-হাতে
থমকানো সিমুম।

রোদ থেকে রোদে শুতে-শুতে
পিচুটি-পাঁশুটে
জুয়ারির মহাজামায়াতে
আমি ছেঁড়া-টাকা উড়ে যাই
কক্ষচ্যুত, সূর্যভ্রষ্ট গ্রহ
চিরদূরযায়ী।

রাত্রি, নামো, মোহ—
ড্রাকুলার ঢোলা আলোয়ান
কালো মেঘ নামুক, হয়রান
চামড়া-পোড়া চাউনির উপরে।

রাত্রি, লাগো, সম্পূর্ণ গ্রহণ,
পর্যুদস্ত রোদের দুপুরে
তৃপ্তির পিছনে ধাবমান
তৃষ্ণার দহন।

৩০-অগাস্ট-১০

তোমার জন্যে এই যুদ্ধ

হে রাত্রি, সংবৃত বৃন্ত,
পাঞ্চালী, খুলছ কি সত্যিই?
দাদন দিয়েছি রোক, কিন্তু
শাড়িতে শরীর একরত্তি

আছে কি না-আছে তা কে বলবে?
উরুসন্ধিতে আছে জল কি?
আমরা তুষ্ট কবে অল্পে?
ককায় কিতব-ভরা চৌকি।

রাত্রি, আমার উদ্দেশ্য
দুধের বোঁটার ঐ পোড়াদাগ—
অদ্যই নাটকের শেষ শো,
এজাহার করি গূঢ় ইরাদা।

কঞ্চুক খুলে, এসো সর্প,
হানো ঐ লাল ঘাড়ে দংশন,
আমিও না-হয় সাথে লড়ব,
একলগে হ'ব নির্বংশ—

হ'য়ে, ছাই মিশে যাব গঙ্গায়,
নীল বেঁচে কাঁদবে ও-কণ্ঠ,
ঘোড়ামারা লোহাগাড়া বনগাঁয়
গাঁথা হবে রাত্রির কণ্টক।

০১-সেপ্টেম্বর-১০

ঝুলন্ত উদ্যান

হে তমসা খোলো ভেজা ঠোঁট
বার করো লালায়িত লোলা
খাড়া করো বাঁকানো কেনাইন
লহো মম হিয়ার তাঁবোলা

প্রথম সোপান

কী বলো আমাকে, রাত্রি?— কান পাতি, বুকে শুনি: কে—?
আকাশে হেলান দিলে, ভিজে উঠছে: আলো? বসুধারা?
কেন্দ্র— ফোটো, কেন্দ্র— পুষ্প— তৃতীয় নয়নে বুড়ো আংলা
চেপে ধ'রে বলব— "মরো!" রক্তে গাইবে উদারা-মুদারা
বৃষ্টির সোপ্রানো। ট্র্যামে তন্নতন্ন ভ্যানিটি ঘেঁটেও
দশ পয়সা কম পড়ল? নেমে যেতে হবে কি এক-স্টপ
আগেই? বাকিটা রাস্তা— ভাবছ, জন্মান্তরে ব'য়ে যাবে,
জাতিস্মর?

দশ-পয়সা পথ, রাত্রি, কেউটের কুমানি ফুঁসে যাচ্ছে,
ঝুলি খোলো, দেখতে পাবে; না-খুললেও পাবে বৈকি সাড়া;
খালি তুমি খুলে ফ্যালো তোমার কুণ্ডল, রাত্রি, মোছো
অকাল-গ্লোকোমা— ঐ-তো! কেঁপে উঠছে লাল নীল তারা
তোমার শীৎকারে, রাত্রি, একশ'-কোটি! ফুটে উঠছে ঘাম
হরেক রোমকূপে, তারা আইসক্রিমের দাগ ধুয়ে দেবে—
শরীরে আত্মার গন্ধ না-থাকলে তা কীসের শরীর?
শুয়ারের?

১৩-জুলাই-১০

দ্বিতীয় সোপান

তুমি ঘুমাবা না? নাইট্রাজিপামেও? কোনো লালাবাই
তোমার চোখের পাতা জুড়ে দিতে পারবে না আমার
স্তনিত মেঘের ভিড়ে ত্বড়িৎস্পৃষ্ট রুপালি ঘোড়ার
এক-শিং-বরাবর উড়ে-যাওয়া গমনরেখায়?

গোর-খোদকেরা সব ফিরে গেছে চায়ের দোকান
কোদালটোদাল ফেলে, না-বুজিয়ে একটাও কবর,
শ'য়ে-শ' বিস্মিত লাশ— হয়তো বৃষ্টিরই অপেক্ষায়—
খাড়া ব'সে আছে মোরাকাবায়, তাদের নাভি থেকে
মা গো! কী বিচ্ছিরি গন্ধ আসছে! বিতিকিচ্ছিরি হলুদ—
কিন্তু, তবু, 'তুমি' কেন ঘুমাবে না 'আমার' ছায়ায়?

ঐ-তো আমার ঘোড়া আসমানের ছাদ ফুঁড়ে যায়!
ঐ-তো সে-ফুটো দিয়ে তিনকোনা ঈশ্বর তাকায়!
আমরা বদলে যাচ্ছি না কি? আমারও কি গজাচ্ছে না স্তন?
তা কি গুঁজে দিচ্ছি না তোমার হাল্কা গোঁফের তলায়?
জলপাই-পাতার মতো আমাদের ঘেরে নি কি মন?

১৪-জুলাই-১০

তৃতীয় সোপান

আমাকে জড়িয়ে নাও, তুমিময়, চামড়ার মতন,
ছোঁওয়াও আঙুল আর ছোঁওয়াও ভৈরবী লোমে-লোমে
যেমন ছুঁয়েছে ভোর এখন তোমার ক্লান্ত ঘুম—
আমাকে কবুল করো তোমার মোমের চৌবাচ্চায়।

ঠোঁটের শর্নার টানে তুলে ফেলব একটা-একটা ব্লেড,
জিলেটের ফেরিওয়ালা হ'য়ে যাব শাহ্‌বাগের মোড়ে :
একটা কিনলে একটা ফিরি। সত্যি বলছি, আমার দাঁতের
গড়ন গোরুর মতো, গারার নাড়ায় বর্তে যাব,
দরবারির বিরিয়ানি শুঁকেও দেখব না, কথা দিচ্ছি।

কখনও ব্যান্ডেল যাই নি, এমনকি দিয়াং, কোনো তীর্থে
আমাকে ঢুকতেই দেয় না; আমার প্রভূত অশুচিতা
অচ্ছোদপটলে জমছে আমার রাত্রির জন্য— রাত্রি,
আমাকে কবুল করো তোমার মোমের চৌবাচ্চায়।

১৫-জুলাই-১০

চতুর্থ সোপান

তোমার আঙুলগুলি যেরকম করে তানপুরায়
এখন আমার চুলে চুলবুল খেলেই যাচ্ছে— হাওয়া?
প্রথম বিকেল থেকে শেষ বিকেলের দিকে টানা
হারবার ব্রিজের স্প্যান— ছুটছেন জনাব স্ববিরোধ
ডবল-ডেকার ট্রেনে, বন্ধ-ঘড়ি, উত্তর সিডনিতে
পাঁচটার আগেই নামতে তড়িঘড়ি। হিপি মেয়েটার
মিনি স্কার্টে
সোনালি সিংহের ঘাড় ঘুরিয়েছে রাজকীয় রোদ।

কিন্তু এসকলই বাহ্য— অন্য এক সাম্রাজ্য গোপনে
ব্রিজের নীচেই জাগছে— যেন; আমরা কবে যে শৈশবে
বসেছি টিকেট কেটে কাপ্তেন নিমোর নটিলাসে—
সে-গোষ্পদে সূত্রপাত হ'ল সূক্ষ্ম কোরাল রিফের :
দ্যাখো, যারা চোখ ছিল আমাদের, গত শুক্রবারও,
আজ মুক্তা।
আর এখানেও দিব্যি— পাতালেও— শতেক শরদ্—
সোনালি সিংহের ঘাড় ঘুরিয়েছে রাজকীয় রোদ।

১৫-জুলাই-১০

পঞ্চম সোপান

আমি আর অন্ধকারে চাইব না নির্বাণ, কবরেও ।
ঠিক আছে, ঘুরিয়ে বলছি : আমি দেব আমার প্রয়াণে
অন্ধকারের সব হা-গুলি বুজিয়ে । অতএব,
রাত্রি, তোমাকেও হ'তে হবে রাত্রিতরা । তবে নামটি
বদলাতে চাইছি না আমি, কেননা এ-নামে থোকা-থোকা
জ্যোৎস্নাফুল— নাকি জুই? নাকি স্রেফ ফুটে-থাকা— হাসি?

তুমি মুখ খুললে, অম্‌নি হুডিনির টপ-হ্যাটটি থেকে
দুদ্দুড় বেরুচ্ছে কত মুমুক্ষু দেবতা, ঘষাকাচ
কনীনিকা—
সাদা বুক কালো পিঠ, এদেরই কি বলে রূপচাঁদা?
নাকি চাঁদ? চাঁদ, আমি কাম্‌ড়ে খাব তোর কালো পিঠ;
তারপর?— সম্পূর্ণ নেব । হ্যাঁ, আমি তোমাকে নেব, রাত্রি,
আমার ত্রিশূলে গেঁথে, আপামাথা সাদা চাঁদামাছ ।

১৬-জুলাই-১০

ষষ্ঠ সোপান

আমার নিশ্বাসে তুমি বেড়ে উঠছ, যেমন মায়ের
জরায়ুতে বাড়ে ভ্রূণ,— যে এখনও স্বচ্ছ, জেলিফিশ—
তর্জনী-তর্জনে আর মধ্যমার মধ্যস্থতায়
আমি একে-একে যার নাক-চোখ ফোটাব, ভুরু আঁকব,
বুড়ো আঙুলের চাপে নাভিটা গভীর হবে, পাপড়ি
খুলে খুঁজব— জন্মদাগ— আমার নামের আদ্যাক্ষর
আগোলাপি ।
শুধু বলো,— তুমি তো আমার, রাত্রি, আমি কি তোমার?

আমি কি তোমার, রাত্রি? আমাদের বাইরে থেকে কারা
ডাকছে : ওরে দরজা খোল্, পূর্বদেশ থেকে ত্র্যহস্পর্শ
এসেছে, নজরানা নিয়ে... আমি কাউকে রুখি না অন্দরে,
আস্ত এক ম্যহফিল ভাঙা আস্তাবলে! গাইছে তারা,
দিচ্ছে তারা, নিচ্ছে তারা, যত আলো খোলা চোখে ধরে—

আর আমি?
আমি দেখছি, আমার গর্ভের ফুল আমাকে ছাপিয়ে
বিশাল মাশরুম হ'য়ে ঢেকে ফেলছে আমার আকাশ,
আমি নিজে ছোট থেকে ছোট আর গৌণ থেকে গৌণ
হ'তে-হ'তে বদলে যাচ্ছি স্বচ্ছ ভ্রূণে— রাত্রি, আমি আর
আমাকে চিনি না, কিন্তু, তুমি বলো, আমি কি তোমার?

১৬-জুলাই-১০

সপ্তম সোপান

তুমি কি বর্ষার বিলে ঢেউ-খেলানো আকাশ দেখেছ
অথবা নবির দিল-এ কাঁপতে-থাকা আল্লার আরশ?
তুমি কি আমার চোখে দেখেছ তোমার লীলা?— আয়না!
আয়নার কথাই তুমি বলছিলে সেদিন, রাত্রি, তাই না?

সেদিন ধেয়ান দিই নি, সেদিন কুয়াশা কী হলুদ
মহাজগতের ঐ জায়গাটিতে, ক্যাসিয়োপিয়ার
কাছেধারে; আলোহিম সুপারনোভার ঝড়ে আমরা
লুকিয়ে ছিলাম ভয়ে, একে অপরের ক্রিপ্টিক
পাসওয়ার্ডে; তখনই কি? নাকি তারও দিনতিনেক আগে
তুমি বললে— আয়না! অমনি কেলাসিত মহাকাশ ছেয়ে
আমরা, বহু।

আমাদের কল্‌বে কে এ-আয়না ব্লুয়ে দিল? কবে? কেন?
আমরা কি আয়নার বাইরে বেরিয়ে ব্লুবব্লু কোনোদিন
তাকাতে পারব না?— এ কী! কোথা থেকে ঝরে এত ছাই!
শুভরাত্রি, মাসকল, শুভরাত্রি, সুন্দরী মেয়েরা,
শুভরাত্রি।

১৭-জুলাই-১০

ভোরের মন্দির

ওরা দরজা ভেঙে ফেলবে, ঢুকে পড়বে আমার নমাজে,
উপড়ে নেবে তোমাকে আমার থেকে ওদের সমাজে

পাঁজরের খাঁজে চাকু চালিয়ে। আমার সুরকি-ইট
খুবলে-খুবলে খুলে নেবে— ভাই যারা, সদৃশ, সুহৃদ্—

ওরা, যারা অতিথি-কে মুখে বলে ওথিতি, কাগজে
অতিথী, যাদেরকে তুমি মেগাসিরিয়ালে দেখে কী যে

কোঁচকাও বিরক্ত ভুব্লু, হেসেও তো ফ্যালো রেগে গিয়ে—
ওরাই, দেশের সব টিভি থেকে পিলপিল বেরিয়ে

জর্দার কৌটার ধকে জিম্মি ক'রে রেখেছে পাড়াটা,
হাতে-হাতে হকিস্টিক, দাঁতে-দাঁতে ঘোড়া, জালি, কাটা—

ঢিল ছুঁড়ে শার্সি ভাঙছে, লাথি মারছে সদর দরজায়;
আস্তার্তে, তোমার বেদি— কালো রক্ত— সমুদ্র গর্জায়...

১১-জুলাই-১০

ঘুমের জন্যে কৈফিয়ত

ঘরে চাঁদ জ্বালিয়ে রেখে কী ক'রে কেউ যে ঘুমায়,
সারারাত চর্চা হ'ল সারাটা মহকুমায় ।

ইজাজত দিলে, কাহা, বলতাম দু'খান কথা,
চাঁদের আর ঘুমের মধ্যে আছে এক একাত্মতা ।

যেরকম চাঁদের আধা চিরদিন আঁধিয়ারে
ঘুমেরও একখানা চোখ খোলা রয় ঘুমের আড়ে ।

তবে, ঠিক, ঘুমিয়ে-যে-ছি সে-গোনাহ্ কবুল করি,
আমাদের দুষে কী লাভ, সাধে কি আমরা গরিব?

যে-আলো সইল না রে চোখে খোদ মুসা নবি'র
তাতে চোখ খুলে রাখব আমি কি অতই গভীর

যে, বুকে বাড়বানল, তবু প্রশান্ত সাগর?
আমি নয় ঘুমিয়ে জাগি, ঘুমাতে তোমরা জাগো ।

৩১-জুলাই-১০

কন্যকায়

প্রমির জন্য

ভোণ্ডা বীণে বেজে যায় খাণ্ডার ধ্রুপদ—
তোমার পায়ের নীচে আকাশের পথ...

পোতানো মুড়ির মতো হ'য়ে পড়ছি আমি,
আমাকে ব'লেই বসল আমার পরিটা
হকচকিয়ে গিয়ে । কিন্তু, বাবু, এই ডামি
কাঠের আঙুলে চেপে ধরেছে ঘড়িটা,

মামুলি বালির পায়ে ঠুকছে শেষ-ক'বার
নিরেট করোটি, মাত্র মুহূর্তের ভিখ
মেগে । কিন্তু প্রহসন কী জানো, ঠোকবার
তালেই দুর্বোধ্য বালি ঝরছে টিক-টিক,

ধুলায় কাঠের গুঁড়া মিশে যাচ্ছে, ধীরে
কিন্তু অপ্রতিরোধ্য গতিতে । ছোট্ট হাত
ধ'রে তোরে নেব না সে দেবীর মন্দিরে,
যে-বেদিতে নরবলি চলে আপ্রভাত...

১৪-জুলাই-১০

ইয়ে ক্যা জা'গে হ্যায় দোস্ত?

এক পথের মোড়ের কথা মনে আছে শহরের
যেইখানে
রাস্তাটি নদীর মতো বাঁকা
সন্তান ও সন্ততিতে ভাঙা
এবং একা
— বিষ্ণু বিশ্বাস

এই-যে এক শান্ত এক শহরের ছবি
হয়তো কোনো শান্তিনগরের নিত্যকার
মধ্যদুপুরের হাল্কা ট্র্যাফিক, ধুলট রোদ। কবি
আর তার উষ্ণভুক্ গেঁজেল বখা-র

পায়ে-পায়ে পাপক্ষয় শাহ্বাগের পানে।
কাকরাইল মোচড়ে পৌঁছে, প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিনের
বাড়ির সামনেই বিষ্ণু ঢালে বিষ সুব্রতর কানে—
সুব্রত নিঃশব্দ হাঁটে, দু'জনের মাঝখানে চীনের

পাঁচিল অদৃশ্য চলে;— আঙিনা বিদেশ।
কিন্তু, বিষ্ণু, দ্যাখো দেখি, এই রমনা পার্ক,
শরতের মরীচিকা-কাঁপা-কাঁপা শেষ
গির্জা আর মসজিদের মধ্যেকার রাস্তাটার বাঁক :

এই দৃশ্যে আমরা দু'টি আছি, নাকি নেই?
— আমি তো চলেছিলাম, প্রিয়তম, তোমাকে চিনেই।

০৩-জুলাই-১০

ভোর হ'ল

তোমার চোখের ভিতরে আমার চোখ
দেখে-দেখে আমি নিভে যেতে চাই
যেমন নীরবে নিভে যায় অঙ্গার
শেষ-কেঁচো-ঠোঁটে ম'রে যায় কাক

আর ঝিরঝির বৃষ্টির বাস-পথে
স্কি ক'রে চলেছে শীতের সকাল
আমিও চলেছি আলগোছে পিছলিয়ে
তোমার চোখের দিকে বরাবর

আজ উড়ে গেছে যাবতীয় যবনিকা
খ'শে গেছে ইট চার-দেয়ালের
বরফ-আকাশ নীরব অপেক্ষায়
খোলো চোখ খোলো প্রেয়সী আমার

শেষ-কেঁচো-ঠোঁটে ম'রে যাক কাক

০৫-জুলাই-১০

ভোরাই

শিউলি শিউলি
আমি শিউলি কুড়াতে যাই
হিমেভেজা ভোরে
পেঁজা-পেঁজা শিউলি আছে ঝ'রে
আমি ভরব গেঞ্জির কোঁচড়ে
আমার তো মা নাই ঘরে
বাপ গেছে তার পরে-পরে
আমার তো কোনো কেউ নাই
মালা গেঁথে দিব আমি তোরে
তুই হবি বোন? হবি ভাই?
আকাশের শেষ তারা মরে
কালো দুধ ঢাকে সাদা সরে

২৫-অগাস্ট-১০

শিল্পায়ন

As idle as a painted ship
Upon a painted ocean...

যে-নদীতে দু'বার নাওয়া যায় না
যে-আকাশে যায় না দু'বার চাওয়া
তাদের মাঝে সারস ব'সে আছে
অপেক্ষায় সোনালি এক মাছের

নদীতে রামধনু ওঠে আকাশ ব'য়ে যায়
অদ্ভুত তো তবু সারস সারস কেন ঠায়
পালকগুলি পাপড়ি ভেবে ঠুকরে গেল হাওয়া
চঞ্চুকে কী ভাবল ফড়িং ফড়িংও জানায় না

কেউ দ্যাখে না কখন পাখি হয়েছে মর্মর
ফড়িংটাই পয়লা বুঝল আর তার পর পানি
মেঘে-মেঘে র'টল ফিসফিসানি
জল হ'ল লাল হাওয়া হলুদ আকাশটা ইস্পাত

নীরব শোকে পাথর হ'ল দিক্ আর দিগন্তর
হ'য়ে গেল তোমার দৃষ্টিপাত

সোনালি মাছ!

১৯-অক্টোবর-১০

অব্যক্তি

জন্ম এক রুদ্ধভাষ জাতিতে আমার
—মাসুদ খান

আমি ঐ পূর্ণমিলনের
কথা কী-ভাষায় বলব বলো
এস্পেরান্তো সংস্কৃত জানি না
বাংলায় একটাও শব্দ নাই
যা আমায় বলতে পারে আজ
কোনোদিন যে-কথা শুনি নি
কিন্তু যা-ই বলতে শুধু চাই
তবে মানি খানিক প্রবোধ
তুমিও যে সাক্ষী ছিলে তার
আমাদের বাইরে আরও এক
সাক্ষী ছিল সেও বলতে পারে
লাল লাল বটের ভাষায়

২৭-জুলাই-১০

ষট্‌পদী

১

মহত্ত্ব?— কে মাঙ্গে আর । পিঁপড়ার লাহান খালি জিন্দা থাকতে চাই;
খোলা আসমানের নীচে খাড়াই না, চান্দিতে যদি গিরে ঠাঠা— ওহি—
আমারে মাইরো না, হরি, আমি তো শিখণ্ডী, স্বামী, তুমি তো শী ও হী
ছাড়া কাহারেও পাতে তোলো না; না তোলো, আমি মাগনা আলো খাই
যে-আলো উচ্ছিষ্ট, শীত-সকালের শিশিরেরও লাগে না যা ভোগে—
বড়-বড় রহিসের হে সহিস, আমারে মাইরো না ঘোড়া-রোগে ।

২

ছিদ্রান্বেষী সূর্য! তুমি মেঘের ঘুলঘুলি দিয়া চুপি দেও কেলা?
আমরা বেসাবধানে আছি, কাপড়চোপড় আউলা, কেননা পহেলা
আষাঢ় । পঞ্জিকা?— না না, কালিদাসই মন্দাক্রান্তা ছাঁদে কইল কাইল্,
নয়া-সা মেঘদূত লিখছে, পাব্লিশার খুঁজতে-খুঁজতে হালায় কাহিল ।
আমরা মাইয়া-মরদেরা খেমটা নাচে লিঙ্গটিঙ্গ ফেলাইছি বিগড়াইয়া,
অহন বিস্রস্ত, শ্রান্ত, শ্রমজলে-ধারাজলে ভিজাবিল্লি, মিয়া ।

৩

আষাঢ়ে চাষার কত আদিখ্যেতা— খ্যাতে-খ্যাতে ফলে মেঘমন্দ্র,
ইন্দুরেরা সাধে বাসাবদল, সদলবলে নীপবন্য হাওয়া
কান্নাকাটি করে আর কান্নি খায় মেঘালয় থেকে ধুধু অন্ধ্র—
ধপাস আমার মনে পড়ো তুমি— রাঙ্গুনিয়া-ভূমিধ্বস । বাওয়া
ব্যাঙেরা ফোলায় গলা সং-কীর্তনে (আমি মাগি নিয়াজি-র মাফি) :
“সে তো গোষ্ঠে আসিল না, ঐশ্বরাই, তার ওষ্ঠে বাঁশিল না কাফি!”

০৯-জুলাই-১০

ফের্‌হ্বাইলে ডখ্‌!

আমি তোর আলজিব চুষে খাব, একটা চুমুকে
ওডিনের চোঙে শুষব হৃৎপিণ্ডের ধাতব ধুকপুক,
আমার অপান বায়ু শূলব্যথা হবে তোর বুকে,
আমার শজারু-কাঁটা খুলবে তোর হরেক রোমকূপ—

একটা সমুদ্র-স্পন্‌জ্‌— নাকি দু'টো?— জলের অমায়
ইনসাইড-আউট হচ্ছে ভ্যাবাচ্যাকা ডুবুরির চোখে :
আরে এ কি মাতারির বাড়া নাকি মরদের মাই!
একই অঙ্গে ভাই ও বোন পয়দা হ'ল নাকি মরলোকে!

আজ্ঞে তাই। পয়দা হচ্ছে। পয়দা করছি আমরা আমাদের।
বাপ-মা নাই— অম্বিকা ও অম্বালিকা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—
শুধু এ-কুয়াশা আছে, মৎস্যগন্ধা সোনালি চাঁদের
আবডালে স্বয়ম্ভু ইচ্ছা। ইচ্ছা— যার ভাই তার বোন।

ইচ্ছাতেই— চাঁদের দু'-পিঠ আপসে লেগে যাচ্ছে জোড়া—
দাঁড়াও পথিকবর, যে-তুমি সোয়ার, আর ঘোড়া।

২৭-জুলাই-১০

অপেক্ষা

১
উঠেছে অমৃতসূর্য, আমার চামড়ায় চোখে জেগে উঠছে প্রাণ
আর জাগছ তুমি, যার অপেক্ষায় ঘাড়-ট্যারা ড্যাগারের রাত
পার হ'ল রিপ ভ্যান উইঙ্কলের ঘুমে। মর্মে মর্মরিছে গান :
মায়াময়মিদমখিলম্‌— আরে! মায়া— এই মায়া-ছাড়া কে সে
কবেই-বা চেয়েছে কোনো অমায়িক সাত-আসমানে বরফ জান্নাত?
কে কবে শীতের রৌদ্র ছেড়ে কোনো চিরন্তন বসন্ত চেয়েছে?
যদিও তোমার আর আমার মোহানা একটা অপেক্ষার নাম,
একে নিরাকার ক'রে, বলো, বলো, রাত্রি, আমরা কী হ'তে পারতাম?

২
তুমি চিনিয়েছ এই সুঁড়িপথ, সাম্যবাদী চায়ের দোকান,
আমি তো এদিকে আসব স্বপ্নেও ভাবি নি, আমি জীবনানন্দের
পবনের নাও, রাত্রি, ধলেশ্বরীর গয়না, সাঙ্গুর সাম্পান—
অন্তর্জলি নিরঞ্জন— ভাঙা-জল, বাঁকা-জল পাকদণ্ডী-জল—
এই দ্যাখো, পাকদণ্ডী শব্দটাও তোমারই শুভেচ্ছা! পছন্দের
যা-কিছু আমার, সবই। কবি, শুধু বাঞ্ছা করেছিলাম উজ্জ্বল
একটা আকাশের ছায়া পড়ুক তোমার চায়ে : ধূম্র অক্টোপাস
বেরুল কাপের থেকে, চতুর্দিকে কী-আক্ষেপে কাঁপল রক্ত-মাস।

৩
যে-পথ তোমার পিছে রেখে গেছ নিজে কিছু সে-পথ দ্যাখো নি,
কেননা তোমার সামনে গ্র্যানিটের রিফ ছিল নিরেট অটল—
তুমি তাকে দাঁতে-নখে খুঁড়ে বের ক'রে গেছ জুগুপ্সার খনি।
কোথাও দাঁড়াও নি তবু। গ্রাহ্যই করো নি কোনো পেত্রা, অজন্তার
ভ্যাম্পায়ার জাগরণ; পর্বতের পরপারে কী এক অতল
জিজ্ঞাসার দিকে হেঁটে মিলিয়েছ; আমরা কোনো মরণ-ঘণ্টার
উধাও ধাওয়ার পিছু ছুটে গেছি, নেকড়ে-ক্ষিপ্র কুড়িয়েছি যত
গয়না ছুঁড়ে ফেলে গেছ সুড়ঙ্গের বাঁকে-বাঁকে বৈদেহীর মতো।

০৬-অগাস্ট-১০

সালতামামি

শেষ ইটটি গাঁথা হ'ল। তাকিয়ে দেখি-কি, ওমা! কুল্লে
শেষ ইটটি টিঁকে আছে! করেছিল এর প্রাক্কলন
কোন্ গঙ্গারাম? একটি ইটই জুটল প্রাসাদের মূল্যে!
প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের মতো ধীরে থামল রক্তসঞ্চলন
বিরক্ত হৃৎপিণ্ডে; আর, তখনই বিস্ময়! তুমি তুললে
আমার যন্ত্রের অতিকোমল গান্ধারে আন্দোলন।
এবং সময় একটা পিছুলক্ষে রটাল উল্লেখ
নূতন সন্ধিতে, আর আস্তাবলে তারকাস্খলন!

আমার আয়নায় আবছা কেঁপে উঠল তোমার ধৈবত
নিষাদ-পঞ্চম ছুঁয়ে, ইটটি থেকে উঠল লাল বাষ্প,
গোর থেকে মৃতের নিশ্বাস— আহা, গায়েবি নৌবত
আসমানে! এখন মিড়ে গমকে হলকে আমি ভাসব।
আমার জীবন-ভরা অভিজ্ঞতা— হাওয়ার পর্বত—
অথচ যা-কিছু চাই, সে তো তুমি, এবং বাঁশবন...
গোধূলি-লালিমা, ওরে মৈনাকচূড়ার ঐরাবত,
তোর শুঁড়ে চ'ড়ে আমি শেষ-টাইটানের হাসি হাসব।

২৫-অগাস্ট-১০

মাইন কাম্‌ফ্‌

এই ভাষা আমি ভুলতে চাই
এই যত আলাজালা ইট্টামালা
আখরে-আখরে কালো আমার বাতাস
দম বন্ধ হ'য়ে আসছে
কজমিক রশ্মির ঝর্নাজলে
আমি ভাসছি মহাশূন্যে হিমানী-তিমিরে
ভাসছি কালো কার্বন-ধুলায়-মোড়া মমি
পাপপুণ্য জানি না আমি জানি না ঠিকভুল
মাটি কোপাব কি উল্টে হাজার বছর আমি কুপিয়েছি গাছ
ফুল? এই কষটা তিতা পুঁজরক্তে
ল্যাপ্টালেপ্টি সদ্যোজাত মরা বাচ্চা
একাশি শিশ্নের দুর্গন্ধ ধাতুতে
সর্বৈবগোবরলেপা মৃতনারীদেহ
আমি এই চর্চা ভুলতে চাই
তাড়নার তোড়া-তোড়া চতুর বাগ্‌বিধি
ছদ্ম-ধর্ষকের
এই কালো রেশমের গুটি ছিঁড়ে বেরব লোহার
গুঁড়া-ওড়া শনির হাওয়ায়
আরেকটুকু (একটু) জোন্‌হা ঢালো
আমার জিহ্বায় চোখে চোখের চামড়ায়
এই দাঁতে
এই ক্যান্সার-মুমূর্ষু কোষে-কোষে
পুনরুজ্জীবনের যোগ্য একটামাত্র কোষ
একে আমি কিছুতেই শুকাতে দেব না
তুমিও দিয়ো না ওগো চাঁদ
ও আমার পৌর্ণমাসীর নগ্ন চাঁদ!

০১-মার্চ-১০

বর্ণনাতীত

এমন তিলকশ্যাম বাজালেন রবিশঙ্কর
হাঁটু মুড়ে গোল হ'য়ে ব'সে গেল তারা
প্রায় মুছে গিয়েছিল যাদের চেহারা
কবিতার, গণিতের, দর্শনের বইয়ের ভিতর—

কাউকে কনিআঙুলের কাটা দেখে চিনি,
কারো ছোট্ট ঘেমো-নাক, কারো হয়তো গালিব-বন্দিত
জুলফের ঝলক, কেউ ঠাকুরের বর্ষণমন্দ্রিত
ডাগর চাউনিটা নিয়ে ভিজছে একাকিনী—

তারপর হঠাৎ তারা, একইসাথে, ঝালা-র সময়,
তড়াক দাঁড়িয়ে গেল— আবছা-হস্ত-পদ
শত-শত শিশু উমা হাসল— "বধো! বধো!"
আমি কৃতাঞ্জলি বলি— "তমসো মা জ্যোতির্গময়।"

এবং তারের থেকে তারা ছিটকে চলে,
একের পর এক বিশ্ব ভেসে যায় জলে।

২২-জুন-১০

রুদ্ধশ্বাস

বাবা তুমি মা আমার, বোন তুমি ভাই,
আমার আপন কেহ নাই।

সোনালি ফ্রেমের মধ্যে চতুষ্কোণ চাঁদ
ত্রিভুজ শশক তার অঙ্কে—
ও ঈশ্বর, তুমি চেয়ে আছ!
আমার জ্যামিতি-জুড়ে কোনো বৃত্ত নাই,
নাই কোনো অগস্ত্যপ্রস্থান।

সঙ্কটের দু'পারে খাড়াই
মিশেছে নোতুন এক নিরেট দিগন্তে,
আমার খমধ্যে ছিদ্র নাই।

অঢেল ঢেউয়ের ফলা, কাচের হাওয়ার
কলায়-কলায় ঝোলে চাঁদের ফলক
বর্গাকার;
রুপালি— রুপার চেয়ে, অপেক্ষার চেয়ে—
ও ঈশ্বর, তুমি চেয়ে আছ :
আমার আকাশে নাই কোনো নির্গমন।

০৪-মে-১০

ভয়

অনেক কুয়াশা হ'ল, তবু ভয়ে খুলছি না পলক
কেননা পাথরে যেন ধুকপুক শুনেছি, ও অহল্যা!
পলাতক পুষ্পকের মেঝেয় লোটানো বজ্রপাণি

যত-না যাতনা, আরও গাঢ়তর ভ্রমে ও বিস্ময়ে
শিঁটিয়ে কেঁচোর চেয়ে ছোট হ'য়ে, মাটো হ'য়ে রয়,
ও-হাত হ'তে যে আর বজ্র ঝরবে তার সম্ভাবনা

আসমানে-জমিনে কোনো ক্ষণপ্রভা ভুলেও তুলছে না—
অন্য এক সম্ভাবনা পাথরের বুকে শুনে আমি
কুয়াশায় কেঁপে উঠছি— হায় রাম! হায় ভুবর্লোক!

০১-জুলাই-১০

কোতল

কোনো নিশ্চয়তা, প্রভু, কোন্ বৃক্ষে ফলে।
দীপ্র দ্বিপ্রহরে তীব্র গন্ধরৌদ্র জ্বলে,

শিরার পাঁচিলে স্বীয় শ্বদন্ত শানাই,
আমরা জেনে গেছি রক্তে ভালবাসা নাই।

হাওয়ার হাওয়ায় জ্বলে হাসির ফেল্ড্স্পার,
ইস্পাতের ফলা চলে এস্পার-ওস্পার,

ফলসেটোয় কাঁপা একটা বৈদ্যুতিক হ্রেষা,
জোহর-প্রহরে ঝপসা ঝাপ্টা মারে এশা।

চিঠির এ-পিঠ থেকে ও-পিঠে লাফায়
সবুজ ডলফিন, একটা খোলা লেফাফায়।

০৭-জুন-১০

ছবি

মিতুলের জন্য ত্রিয়লে

কালো চাঁদ উঠেছে আকাশে
আকাশে উঠেছে কালো চাঁদ
আমাদের ভরা সর্বনাশে
কালো চাঁদ উঠেছে আকাশে
কোনো শুকনো বরফের ত্রাসে
ফেটে যায় করোটির ছাদ
কালো চাঁদ উঠেছে আকাশে
আকাশে উঠেছে কালো চাঁদ

০৩-জুলাই-১০

নীল

ভ্রূণের আরাম চাই, তাই আমি তোমাকে বেছেছি।
অনেক মরুর পরে, কাফেলা-উধাও আঁধি-শেষে
পৌঁছেছি এ-লবণাম্বু মরীচিকা-পারাবারে এসে,
এসে দেখি, এই অশ্রু-শ্লেষ্মা-রক্তে আগেও নেচেছি,

নেচেছি যে, তা তো ঠিকই, তবু বলা যেত যে বেঁচেছি,
বেঁচেছি, যেমনধারা বাঁচা এই বালুময় দেশে
নেয়ানডার্টাল-ছাড়া কেউ বেঁচেছিল কবে, কে সে?
যে-বাঁচা জন্মের আগে, মরণের পরে তা যেচেছি—

যেচে-যে-ছিলাম, তাই-তো ব্রহ্মাকমণ্ডলু হ'য়ে গিয়ে
অশ্রুতে-শ্লেষ্মায়-রক্তে ভ'রে নিয়ে নয়ান-নিয়াসা
আমার ইচ্ছার দিকে নীল হ'য়ে এসেছ এগিয়ে—
এগিয়ে এসেছ যদি, কেন ট্যান্টালাসের তিয়াসা?

সাদা-নীল গুলে গিয়ে অবতল আকাশ একখানা—
আরাম হারাম হয়— অ্যাপক্রিফা— ভূতের ব্যাখ্যানা।

২৭-জুন-১০

নিরঞ্জনের রুষ্মা

সাগরে বিছানা, ও মা, ঊর্ধ্ব-অধঃ ক্ষমাহীন কালো।
সহসা হাসির সুহা (বা শাহানা) অণিমা চমকাল
জন্মান্ধের রেটিনায়। ফলে, আমি ঘুমে উঠি জেগে।
নিজের মর্গেই করি ব্যবচ্ছেদ উলঙ্গ নিজেকে।
ও জল, আমাকে তুমি উপচে উঠে কোথায় গড়াবে?
পৃথিবী জারকলেবু হ'য়ে গেল শির্কার শরাবে।

নির্জন নগ্নতা (কিংবা নগ্ন নির্জনতা)। কিন্তু যার
বাঁশিতে জেগেছে ঘুম, তৃষ্ণাজল, যার ইন্তাজার
বাণিজ্যবায়ুর তোড়ে উড়িয়েছে নুহের বুহিত
ঘুমের ভিতরে ঘুম হ'য়ে আছে সে' লাল পিশিত,
সে' চমরী-চামড়া, অতিবেগুনিকিরণমোচী দিঠি।
ও তারে বিয়াও ফের, বারোমেসে পোয়াতি অদিতি।

আমি অন্ধতাকে দেখি। অন্ধতা আমাকে দ্যাখে। একা।
অহুরা মজদা কিংবা আহ্‌রিমানও দ্যাখে নি এ-দেখা।
যে-যোনি প্রসব করল কল্পে-কল্পে ভূর্ভুবঃস্বঃ
এত জল সেখানে ঢালে নি অতিসিসৃক্ষু ঈশ্বর।
শুষে নাও, শুষে নাও, মকরন্দমুখ, এই ঘুম।
একবার আমার বাইরে দেখতে চাই তব তবসসুম।

তারপর আমার বাইরে। আমাদের বাইরে আমি নিজে।
আমার বাহির, কভু আমাদের জেগে দ্যাখে নি যে!

১৫-সেপ্টেম্বর-১০

জেলে

রজকিনী রামী, কেন
মারছ আমায়, আমি
এসেছি নামা-য়, জলে
ভাসব ব'লেই, ও মা
বেলা হ'ল রাত, পিছে
চলন্ত ঘাট, ছিপে
লটকানো ঘুম, ভাঙে
বেতালের কাঁধ, উম্‌ম্‌
কি স্বাদের স্বাদ!

৩০-জুন-১০

অগস্ত্যবার

আমরা সেসব দিনে কাশ আর কার্পাস
মেঘেরে বলতাম আফ ।
এই শব্দটা তো
কোনো অভিধানে নাই, কোত্থেকে এসেছে?
সংস্কৃত অপ্-এর এ কি অপভ্রংশ, নাকি
ফারসি আব্-এর, নাকি আরবি আবি-র?
আজও তবু আফে ভ'রে থেকেছে আকাশ
যথাপূর্ব ।
সেই রাম, অযোধ্যা কোথায় ।

বিল্লির লোমের আলো জ্বলে ।
ট্রেন চলে ।
লাকেম্বা, হার্লস্টোন পার্ক, ছোট-বড় ঘাট
হুটহাট হারিয়ে যায় । মরা হংস নদী ।
একেকটা মাইলস্টোন পিছে চ'লে যায় সাঁৎ,
আকাশে নড়ে না আফ ।
নাকি নড়ে?
তুমি?
একটা-একটা অঙ্গ রেখে একেক স্টেশনে
ছোট হ'তে-হ'তে ছুটি সার্ক্যুলার কী-তে ।

বিল্লির লোমের রোদ ঝাপ্টা মারে দেহে
বা বিদেহে ।—
তুমি?
ধুস্! টানেলে নেটওয়ার্ক
নাই; শেষ এসএমএস-টা ফেঁসে গ্যাছে ।
তবু
সবই যায় । চ'লে যাওয়া, সেও তো থাকে না ।

০৪-জুলাই-১০

বাদামমাছি

তোমার শরীর— ম্যাকাডেমিয়া বাদাম—
সল্টেড, রোস্টেড— কিন্তু কাচের বয়ামে—
সে-কাচও এমনই মিহি, অহরহঃ ভুলি
মধ্যিখানে নাচতে আছে ভারত সাগর,

ঢেউয়ে-ঢেউয়ে খাপ-খোলা মকরের দাঁত
কুটি-কুটি করছে কোটি আদমের সেতু—
ভুলি, আর ধুমধাড়াক্কা, পায়ে-পায়ে ধাক্কা—
কিন্তু তবু সবই কী-যে প্রকাশিত! গাওয়া

ঘিয়ের ঘেরানটাও নাসা করে আঁচ—
ঘিয়ের মতনই মেখে লওয়া যায় ছোঁয়া
তালুর তলায় । কাচে এঁকে দেব আমি
একটা লাল ক্রুশচিহ্ন অথবা স্বস্তিকা

আমি-কিসিমের আরও হাজারো মাছির
হুশিয়ারি, কিংবা হয়তো লিখে দেব দাম
পেট-কাটা এস-এর পাশে ভিখিরি-খেদানো
দশাসই সংখ্যা কিছু । তবে তার আগে

আরেকবার হাত, নাকি চোখ (নাকি নাকই?)
নিষেধে গুঁতিয়ে দেখব, ভাঙতে পারি নাকি—
কেননা শিবের জটা নহে তো ফারাক্কা,
পানিতে পাথর ভাঙে, এ তো ঠুনকো কাচ ।

০৫-জুলাই-১০

সন্ধ্যা

এই, শুনছিস?/ বলো ।/ আজ কী বার?/ কেন রে? বুধ ।
আসছিস তো তুই?/ আজ বোধ'য়
ঘুম আসবেন ।/ সে কী! আজ হঠাৎ? তবু যা হোক
আসছেন-যে সেই রক্ত-লাল!/

আহ্, চুপ কর্! কারো সর্বনাশ, কারো-বা পৌষ!/
মিথ্যাই কুডাক ডাকছ, জয়,
সব মিটমাট হবে আজকে তোর/ আমি-ছাড়াই?/
তোর প্ল্যানটা বল্ ।/ প্ল্যান না বাল!

এই শয়তান... তোকে সব কথাই বলেছিলাম...
এই সেই আসল অন্ধকার,
এই সেই চোর, যাকে ঘরদুয়োর সঁ'পে আমার
মা'র.../ সব না হয় নাও মেনেই,

দোষ-গুণ যা-ই থেকে থাক-না তার, তবু তো তোর
রক্তের ভিতর আজকে আর
কার ঘ্রাণ পা'স?/ কেন, জান? তোমার?/ বাবুটা, চুপ,
তোর এই জিহার করতে নেই!

১৮-সেপ্টেম্বর-১০

গেরাহ্যি

এমন বেঢপ বড়, ঢোকানো কঠিন । রোজই
ডানে-বাঁয়ে ঊর্ধ্বে-অধে ঘষ্টাঘষ্টি হয় । তবে
আমাদের অসুবিধা আমরা করি জয় । না না,
অসুবিধা আমাদের করে উদাসীন । এরও

চেয়ে বড় হয়, সিসি বা ঘোড়ার মাপে; শুনি
সব তলোয়ারই নাকি ঢোকে একই খাপে যদি
চালক চালাক হয় । টিপু সুলতান— শু'ত
দু'পকেটে ভ'রে রেখে দু'দু'টি কামান (বোঝো!) ।

০১-অগাস্ট-১০

তোমরা হাসছ?

কেন হয় না? কেন হয় না? কী করলে তা হবে!
পৌনে পিরিয়ড হাওয়া আহবে-আহবে ।

তোমরা কি মোচের নীচে হাসছ, তোমরা যারা
একশ'একটা সম্ভাবনা নিয়েছ ইজারা,

তোমরা যারা চক্ষু খুললে সূর্য জ্ব'লে ওঠে,
অন্তরীক্ষে পুনর্ভবা করতোয়া ছোটে?

পিতল বাজাল নাকি অদৃশ্য দপ্তরি?
রেওয়া মেলাবার পূর্বে যদি উঠে পড়ি

কাজিয়া করবে কি তোমরা সেই কাজা নিয়ে?
ত্রিভুজ গোলকটিকে রাখলাম জানিয়ে ।

২৮-জুলাই-১০

মুশকিল তো!

যাবি তো যা না । করেছি মানা?
দোরে দাঁড়িয়ে কেন বাহানা?

ফেঁসে গেলি কি? ছাড়িয়ে দেব?
সময়েরটা সময়ে ভেবো ।

কী নীল ভালো আলেয়া-আলো
অন্ধকারে জিব ছোঁওয়াল,

ফুটে বেরোল গোপন কেশ
সারাটা রাত, সারাটা দেশ—

কী-যে মসৃণ ভিতর-ঠোঁট,
সাপের মতো পিছলা সোঁত—

আর দাঁতটা! চাঁদ স্বয়ং!
দণ্ডধর বাৎস্যায়ন—

বাইরে সব । হায় ঋষভ,
আপন শব কর্ প্রসব ।

দ্যাখো, এখনও নড়ছে না সে!
সামনে-পিছে উভয়পাশে

কী যে নাছোড়বান্দা মায়া,
শুতে কি চায় ছায়া বিছায়া?

তোলে ও ফ্যালে বদনাগাড়ু—
রাত্রি ফিকে, রাত্রি গাঢ় ।

০২-সেপ্টেম্বর-১০

আনহেরয়িক কাপলেটস

১
আমি বনাম আমি,
তুমি এই বনামি ।

২
সাতটা রশ্মির মতো সাতজন পুরুষ, তার
একটা কাপুরুষ আর একটা কিম্পুরুষ ।

৩
বালু নামের একটা নদী আছে,
কবে আসবে সে আমাদের কাছে?

৪
বুড়িগঙ্গা, প্রতিবিন্দু চোনা, তবু
আমার জীবনকালে শুকিয়ে যেয়ো না ।

৫
কক্ষপথে হোঁচট খেয়ে আবহাওয়া-মণ্ডল
খশল পৃথিবীর, আর চাঁদে উঠল কোলাহল ।

৬
দিকে-দিকে চিখে কত ফলস হ্রেষা—
যত কড়া মদ তত কম নেশা ।

৭
এই মরলোকে আমি খুঁজে পাব কাকে
আপন সবাই যদি পরলোকে থাকে?

৮
লাল বাস— এত লাল— এত লাল— এত লাল বাস—
ঠিক যেন— একেবারে— অবিকল— এক লাল বাস ।

৯
এই ঘোলা কাচের ওপারে (দেখা যায় না)
অন্ধত্ব অবধি খোলা? নাকি নীল আয়না?

১০
কার পথ ঢাকা মন্দিরে মসজিদে?
ত্রিভুজ কোয়ার্টস আকাশে রয়েছে বিঁধে ।

১১
আনাস্তাসিয়া, তোমার বুকটা এত দ্রুত ফুটো হ'ল
জানতেই পারা গেল না তোমার হয়েছিল কীনা ষোল ।

১২
বসন্ত আসে লাল গ্রহে,
আমি কাঁদি আমার বিরহে ।

১৩
সিবিডি থৈথৈ, ছুটছে ছিটাগুলি
বেনিআসহকলা চুলের মাথাগুলি ।

১৪
একটা কচিআমপাতা-আস্বচ্ছ অঙ্কুর— ক্রোধ—
হাল্কাদপি হাল্কা ঘুম : বিপুল ন্যগ্রোধ!

১৫
রসের গাগরি ব'য়ে নাও তুমি কাঁখে,
ভারতী, অন্য কোলে ফৈয়াজ খাঁ-কে ।

১৬
তরুণী-ঊরুতে হাত বোলাবার মতো
মোঘুবাঈ সুহা গায়, কাঁপে সুব্রত ।

১৭
মধুসূদনের আইডেন্টিটি ক্রাইসিস
নিয়ে একখানা আপনার কাছে চাইছি (হে সাজ্জাদ) ।

১৮
ওরা যারা অগ্রবীজ, আম্রিকা কানাডা আর অজ-এ,
শিরায় রঙিন মদ, স্নেহঘৃত ওদের মগজে।

১৯
মধুমাস আসে। গাছে প্রজাপতি ফোটে।
লোভী ফুলগুলি ঘুরে-ঘুরে মধু লোটে।

২০
আমি তার করমর্দন। আমি তার হাসিমাখা মুখ।
আমি তার লেনোভো প্রজেক্ট। আমি তার চাকু-খাওয়া বুক।

২১
বাসে হুহু হাওয়া ঢুকছে, ফেঁসে গেছে শার্সি—
পাশে এসে বসল জুলি-- (অলিভিয়া হাসি)।

২২
আকাশ, তুই বিচক্ষণ ইতর—
তাকাস কুলকুণ্ডলিনীর ভিতর।

২৩
দেহের উৎসে কারণ ফুটছে, লাল গা ধুচ্ছে অকাল-সন্ধে—
মৎস্যগন্ধে, হরেক রন্ধ্রে আলিঙ্গন দে আলিঙ্গন দে!

২৪
একটা গর্হিত সুখ, পাটালি-বরন,
জাগরণে ঘুম আর ঘুমে জাগরণ।

২৫
নিষেধ মানি না, তবু তোমার নিষেধ-করা মানি।
এমনই হারামি, করি বেইমানির লগেও বেইমানি।

২৬
অতর্কিতে— অতর্কিতেই বটে
সব ঘটনা ঘটার আগেই সব রটনা রটে।

২৭
রাজহংসী-সুন্দরী, রাজনীতির নীরে করবে আর কত সন্তরণ?
ঐ কম্বুকণ্ঠে কি সত্যি শুনব না একটিবার প্রিয়-সম্ভাষণ?

২৮
এই এক মুশকিল, আজ সব দরজার
সামনেই যমদূত— ফরহাদ মজহার!

২৯
আমরা যবে ইকোলজি ভাবছি পৃথিবীর
তলে-তলে কী করতেছে জামাত-শিবির?

৩০
একটা খালের পাশে একটা বিকাল,
একটা কলস আর একটা কাঁকাল।

সেপ্টেম্বর-১০

ডিউটি অ্যান্ড দ্য প্রিস্ট

আমার পিঠে আমি, এখন পেরিয়ে যাচ্ছি পামির,
তিন-জমানা পরে আবার আমি আমার স্বামী ।

ক'ষে কশা মারি আমার পাছায় বেসরকারি,
নিজের থেকে নিজের দিকে তামাম কালাহারি ।

এই তো গতকালও আমায় বাসবে বুঝি ভালো
নীলপাখিটা, আজ সকালে গুটিয়ে ফেলল পালক ।

আরে কী অদ্ভুত! ও-রাস্তা শাঁকচুন্নির পুত ও!
আমাকে পশ্চিমে ঠেলে ছুটছে পুবে দ্রুত ।

খুব কি ছিলাম লোভী? নেহাত মধ্যপদলোপী—
ঘরকে গেলে চরকা কাটছে পত্নী পেনেলোপি ।

মন বসে না তাতে, হায় রে হাত চলে না তাঁতে,
কে তোর বিচি চিবিয়ে খাচ্ছে পদ্মের মৌতাতে?

কাজেই আমি একাই চলছি আমার ভাগ্যরেখায়,
আমিই প্যানোরামা আমার মাছির চোখের দেখায় ।

আমার লগে চলো, পিছে শুধুই কবরফলক,
অতীতে সব ধর্মবদল, আগুন এবং জলও ।

অতীতে সব অতীত, অতি চালচুলাহীন পথিক,
বালির তলায় বীণা বাজায় মৃতের সরস্বতী ।

ও গো পিঠের আমি, আমার সোনার চেয়ে দামি,
আমায় ছেড়ে যেয়ো না তুমি, রাব্বুল-আল-আমিন ।

১৯-অক্টোবর-১০

ওহি

একবার ঘুরে ব'সো তো, একবার দ্যাখো তাকিয়ে,
প্রশ্নের খোঁজো উত্তর গুগল সার্চে না-গিয়ে,

কী দেখতে পাও জিহ্বায়? রেটিনার পিছে কী শোনো?
তোমার প্রতিধ্বনিতে কার হাহাকার মেশানো?

একজন আছে পূর্বে স্বর্ণরেশমগুটিতে
আর পশ্চিমে একজন বাঁধা পাথরের খুঁটিতে,

মাঝখানে লাল রৌদ্র লাল বালি লাল লালসা—
তুমি কি দেখছ আপেলের ভিতরে লুকানো কালসাপ?

তুমি কি দেখছ তোমাকে, তলাহীন কালোগর্ত?
আমি— আমি তোর সূর্য!— প্রস্থান, অনুবর্তন ।

আমি তোর চোখে দৃষ্টি, নাসিকায় সোঁদাগন্ধ,
আমারই জন্যে বোবা তুই, কালা তুই, ওরে অন্ধ—

তোর পশ্চিম-পূর্বের মাঝখানে এই গোবি-টা
আমার শরীর— অশরীর— নীল অভিশাপ— কবিতা—

এক নিজস্ব পিপাসা, ঠাণ্ডা অগ্নিকুণ্ড,
যে তুই আমার বান্দা, আমার অধিক সুন্দর!

মরু তুলে নেব একদিন, একদিন গুটি ফাটবে,
ওপড়াব কালো খুঁটি তোর, রেশমের পথে হাঁটবি ।

সেদিন শুধুই আমাকে দেখতে পাবি না ভিতরে,
বাজাস জন্মশঙ্খ, মিষ্টি বিলাস্ ইতরে...

২০-অক্টোবর-১০

ঊষাসূক্ত

বিশ্বমস্যা নানাম চক্ষসে জগজ্জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী ।
অপ দ্বেষো মঘোনী দুহিতা দিব ঊষা উচ্চদপ স্রিধঃ॥

বিশ্ব নমে যুক্তপাণি আকাশকন্যা ঊষার দরশ-আশে,
জগৎ আলো করে সে তো, শত্রুতা-দ্বেষ নাশে ।

(ঋক্ বেদ, ১/৪৮/৮)

১

হে প্রভাত, খোলো, ধীরে, স্বচ্ছ পাপড়িগুলি, আমি দেখি
নিমেষের ফাঁকে-ফাঁকে বেগুনি টুটুতে প্রিমা দোন্না
নাচে— এক পবিত্র স্ট্রিপটিজ, আহা, এত পবিত্র যে
মনে হবে খোলা নয়, পরা হচ্ছে শুভ্র উলঙ্গতা,
যেন এই উন্মোচন চিরঘটমান-বর্তমান,
যেন এই অভিজ্ঞতা— স্বর্গের সময়, মোনাডের
নিজস্ব যাপন । আহ্, এই খোনা অ্যালার্ম থামাক
কেউ উঠে! আমি হাত বাড়াতে পারছি না— মার্বেলের,
আমি চোখ ঘোরাতে পারছি না— টোপাজের, খালি কান—
হায় কান! হায় তুমি ছাগলের, রাসভের কান,
পূতিপঙ্কে-পোতা খুঁটি, অসভ্য অপারগতা তুমি,
আমাকে রেহাই দাও— ঐ-তো খ'শে পড়েছে আঁচল
আধা-বুকে! কাঁচুলিতে অমাযামিনীর যত তারা—
আগে কি জানতাম তারা কোথায় ঘুমায় উদ্ভাসিত
নিশীথে তাদের? ফের পা তুলেছে আলো-ব্যালেরিনা,
বোতামে আঙুল— আহ্! থামবি তুই, সংসারযাতনা!

২৪-সেপ্টেম্বর-১০

২

সে-সময় বাইরে নয়, আমরা তার খোলা-বুকে স্বেদ—
রহিমত খাঁ-র তানে কেঁপে উঠছে নীল-নীল ছায়া
এবং মঞ্জি খাঁ । একা । ধলেশ্বরীতে ঝাঁপ দিয়ে
পড়ছে কালো কালীগঙ্গা, গ্যারাকলে ইস্টিমার, কিউই,
গোয়ালন্দ কত দূর? কত রক্তক্ষরণের শেষে
কলকাতা? গহরজান? মেটিয়াবুরুজ, কালীঘাট?
আরও কত ঝড় ঝরলে সদরঘাট— ঢাকা? পাকোয়ান,
হিমঘর, ওয়াইজ ঘাট, আমরা আর বর্ণনা দেব না—
বুড়িগঙ্গা— আমরা আর বলব না একটাও ছবিকথা—
ফোঁটা-ফোঁটা মোম গলে, একটা মুখ হা ক'রে তা গেলে,
একটা মমি থেকে মোম আরেকটা মমিতে চ'লে যায়,
সাত-কাণ্ড রামায়ণ সারা হয় কাণ্ডজ্ঞানহীন
বক্তৃতায় । ৭ই মার্চ, রেসকোর্সে বাবার কাঁধে চ'ড়ে
অনেক দূরের একটা সরল শপথ শোনে কোনো
ছয় বছরের স্বপ্ন, যার পেটে ঘি তখনও সয়,
ও সকাল, যে তখনও চুষে খায় তোমার হৃদয় ।

২৫-সেপ্টেম্বর-১০

৩

লোকটা কই গেল? এ কী! এই-তো দিব্যি ব'সে ছিল কানে
নৈমিত্তিক ইয়ারফোন, রোজ আমার সাথে একই বাসে
নর্থ সিডনি যায় আর টপ রাইড ফেরে একই স্টপে,
কখন আলগোছে আজকে মাঝপথে কোথায় নেমে পড়ল!
চান্দিছিলা বান্দির পো-কে কেন জানি দেখতেই পারি না,
একহারা চল্লিশ শালা, ইন্ডিয়ান, আমার চেয়েও
শ্যামলা, আমরা পনেরো বছর থাকছি একই মহাল্লায়,
দশ বছর একই বাস ধরছি, তবু একবারও হাসি নি,
দাঁড়াতে হ'লেও তার পাশে গিয়ে কদাচ বসি নি,
অথচ, সুব্রত, দ্যাখো, যে-যে-দিন লোকটা গরহাজির—
চোখা জুতা, আসমানি ফুল-স্লিভ শার্ট— বল্ দেখি বুকে
টোকা দিয়ে, তোর মনে হয় নি কি অসুখ করল কি,
নাকি চাকরি চ'লে গেল, নাকি করল আস্তানাবদল
টপ রাইড ছেড়ে হয়তো প্যারাম্যাটা কিংবা চণ্ডীগড়?
ওসব চেপেই যাচ্ছি। কিন্তু যা ঘটে নি কোনোদিনও
আজকে ঘ'টে গেল কেন? বাসে উঠে, উঠে গেল কেন?

২৬-সেপ্টেম্বর-১০

৪

তুমলোগ বিহারি হ্যায়? আমরা ডরে কম্প্রকলেবর।
না, আমরা বাঙ্গালি, স্যর। হারামজাদা, উর্দু বলতেছিস
কোন্ দুঃখে আমাগোর সবুজ বাংলায়? সত্যিই তো!
যুক্তপাণি মাফি মাঙ্গি আমরা তিন জিপখোলা হাফপ্যান্ট,
পিসাব শুকিয়ে যায়। আটত্রিশ বছর গেল, স্যর,
আমরা আর এক-অক্ষর উর্দু বলি নাই। ইতোমধ্যে
মেহেদি হাসান আর বেগম আখতার সাধ্যমতো
সাধনা করেছে, তবু। হুকুমই করেছে মীর আর
মির্জা গালিব। সেধে শেখাতে এসেছে শওকাতের
পাঞ্জাবি ওয়ালিদ, তবু। কিন্তু, স্যর, কিন্তু, অফিসার,
সে-সকালে একটা কথা বলা হয় নি ভিতু বেকায়দায় :
মাসতুত দু'ভাই তারা ছিল বটে শহিদের ছেলে,
শান্তিকমিটির হাতে উর্দুভাষী বিহারি ডাক্তার
জবাই হয়েছিলেন, কেননা মুক্তির লগে তার...
আর আমি শিখেছিলাম প্রতিবেশী এতিমখানায়—
এতিম লাশগুলি— কেউ দাঁড়ায় নি যাদের জানাজায়।

২৭-সেপ্টেম্বর-১০

৫

পূষাবিভূষণা উষা, তোলা তব তমোপহ বাহু,
আমার শিকড়ে কোপ বসাও তোমার করবালে।
কত রাতে কত রাত আমি তা সমঝেছি হাড়ে-হাড়ে,
আমি তো জেনেছি যুদ্ধে জয় নাই, শুধু আঁধিয়ার।
আমার শিকড়, অহো, এ আমার শ্রুতি আর স্মৃতি,
অ্যালান-কো বায়স্কোপ— একটা মাঠের কিনারে বসা বুড়ো
লোমওঠা কুকুর— না না, লোমশ মানুষই হয়তো, তার
সামনের দু'চোখ গেছে, পিছনের চোখও যদি যেত
হয়তো কিছু আলো হ'ত, হয়তো তার হলুদ নিশ্বাস
অমন অ্যামনিয়াগন্ধী না-হ'তেও পারত, হে প্রভাত,
তুমি কি সবারই জন্য খোলো, রানি? বরেণ্যং ভর্গঃ
আলোর রোলারে তুমি পারো কি সমান ক'রে দিতে
কালভারির কাঁটার মুকুটসম স্কাইস্ক্র্যাপারগুলি?
আর ঐ-যে মোটা-মোটা ডাঁশ মশা, দেশি মঁসিয়োরা,
বিদ্যুৎ চমকায়, যদি তারা ফ্যালে আচমকা পলক—
বাংলাদেশ হলোগ্রাম, বাংলাদেশ এক্সরে-র ফলক...

২৮-সেপ্টেম্বর-১০

৬

ভোর, তুমি জানো, আমরা একসময় আওয়াজ শুনেই
জানতাম কীসের গুলি চাইনিজ রাইফেল নাকি স্টেন,
আমাদের প্রত্যেকেরই বুলেটের খাপের সংগ্রহ
ফুলে উঠত প্রতিদিন, কারো-কারো ঘরে তো শেলের
খোলার ফুলদানি আলো ক'রে থাকত গাঁদা গন্ধরাজ।
পিস্তল ককটেল এল মেলাদিন পরে— পর্বতের
মূষিক প্রসব। পাঁচটা ফেলেছিল, একটা ফাটে নাই,
ভাগ্যিস (বড়রা বলল)। না-ফাটাকে হাজার শুকরিয়া—
কপালে লেগেছে গুলি, চোখটা তবু বেঁচেছে যা হোক।
পঞ্চম নির্ঘাত গোসসা ক'রেই ফোটে নি, চারটাতেই
সবগুলি নাদান দেহ কদবেলের ভর্তা। বড়-বড়
চার-চারটা পুকুর, তা সে হ'লই খটখটে, আমরা দেখি।
খানেগো নিশানা ভালো, একশ' গজ এদিকে পড়লেই
ফিরে এসে আমরা আর ঘরবাড়ি না, পুকুর পেতাম।
এতিমখানায় ক্যাম্প ফেলেছিল রাজাকার। ঊষা,
মুর্দাদের ঢেকে দাও, ঢেলে দাও কমলা কুয়াশা।

২৯-সেপ্টেম্বর-১০

৭

লাল বালসূর্য, লাল জানালায় জ'মে-থাকা হিম,
সান্নাটা দরিয়া, সদ্যঃ, রক্তধোয়া অপ্সর-উত্থান—
সবাই নির্বাক্, শুধু কোনো এক নালায়েক তুলি
কেরানির মতো সব টুকে নিচ্ছে দ্বিতীয় ক্যানভাসে—
সুতার আড়াল নাই তোমার আমার মাঝে আর।
মুলাকাত শব্দটার অর্থ সবই হয়েছে প্রকট,
আলো-মদে গুলে গিয়ে একাকার জাহেরি বাতেনি,
এক চিরঘটমান-বর্তমান ভূত ভবিষ্যৎ।
প্রথম কদম পড়ল সিলিকা-ঝলসানো দেহতটে,
প্রথম জলের ছাপ চাঁদের চামড়ায়— হে প্রভাত,
আমাকে সংহার করো তোমার রাতুল করবালে।
অতঃপর আমরণ বাজুক অ্যালার্ম, আমি কান
সংসার-গাধাকে সঁ'পে দর্শনসর্বস্ব শুয়ে আছি,
আমি কাঁপছি প্রথম শিশ্নের মুখে কুমারীর মতো,
আমি কাঁদছি কামনায়, আঁধারের অসহ্য প্রদাহ—
পূষাবিভূষণা ঊষা, তোলো তব তমোপহ বাহু।

৩০-সেপ্টেম্বর-১০